পানি পরিক্রমা

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মুখপত্র

জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০২৪

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছেন

- পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক, এমপি

পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক, এমপি কে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমুল আহসান ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ ফুলেল শুভেচ্ছায় বরণ করেন

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী হিসেবে জাহিদ ফারুক, এমপি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে দ্বিতীয় বারে দায়িত্ব পাওয়ায় মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে ১৪ জানুয়ারি ২০২৪ সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। এ সময় পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল একটি সুখী সমৃদ্ধশালী উন্নত বাংলাদেশের। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্ন একটি সমৃদ্ধশালী উন্নত স্মার্ট বাংলাদেশের। আমরা সবাই মিলে প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন বাস্তবায়নে কাজ করব। আমাদের লক্ষ্য স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ। মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে দ্বিতীয় মেয়াদে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাওয়ায় প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক তাঁর প্রথম কর্মদিবসে কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিগত পাঁচ বছরে আপনাদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে কর্মতৎপরতা মন্ত্রণালয়কে একটি সম্মানজনক অবস্থানে নিয়ে গেছে। আগের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে মন্ত্রণালয়ের ভাবমূর্তি সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। নির্ধারিত বাজেট বরাদ্দের মধ্যে সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত করতে হবে। তিনি বলেন, কাজ ধীর গতিতে করা যাবে না, যথাযথ গতি ও প্রক্রিয়ায় কাজ সম্পাদন করতে হবে যাতে যথাসময়ে ঠিকাদার কাজ সম্পন্ন করতে পারে। প্রকল্পের কাজ ঠিকাদারদের দেওয়ার সময় তাদের আর্থিক সক্ষমতা নিশ্চিত করতে হবে। বছরের শুরুতে যার যার এলাকার প্রকল্প পরিদর্শন করে প্রতিবেদন পাঠানো নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধান প্রকৌশলীদের আরও আন্তরিক হতে হবে। প্রত্যেকে যার যার অধীনস্থদের কাজ তদারকি করবেন। শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় প্রকল্প পরিকল্পনা কমিশনে পাঠাতে হবে। এ বছর এপিএতে (বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় চার নম্বরে রয়েছে। আগামীতে লক্ষ্য হতে হবে এক অথবা দুই নম্বর অর্জনের।

পরবর্তীতে পানি ভবনে আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণসহ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক, এমপি কে ফুলেল শুভেচ্ছায় অভিষিক্ত করেন এবং সম্মাননা প্রদান করেন। এ সময় বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ : সম্ভাবনা, বাস্তবায়ন ও অংশীজন সমন্বয় শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

সেমিনারে অংশগ্রহণকারী অতিথিবৃন্দ

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকির কারণে কাংখিত উন্নয়নের দীর্ঘ মেয়াদি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকার 'বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' নামে একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। দেশের কাংখিত আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি অর্জনের লক্ষ্যে কৃষি, মৎস্য, বনায়ন, পানি ব্যবস্থাপনা, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিবেচনায় নিয়ে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ এ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। পানি, জলবায়ু, পরিবেশ ও ভূমির টেকসই ব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করে ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চমধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন এবং চরম দারিদ্র দূরীকরণসহ ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে এ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা- ২১০০' অন্যান্য স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনাসমূহের সমন্বয় করবে। রাজধানীর গ্রীনরোডস্থ পানি ভবনের মাল্টিপারপাস হলরুমে "বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০: সম্ভাবনা, বাস্তবায়ন ও অংশীজন সমন্বয়" শীর্ষক সেমিনারে তিনি এসব কথা বলেন। মুখ্য সচিব বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনে অভিঘাতসহিষ্ণু সমৃদ্ধশালী ব-দ্বীপ গড়ে তোলার রূপকল্প বাস্তবায়ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদূরপ্রসারী কল্যাণ চিন্তার একটি প্রতিফলন। পানি, পরিবেশ, জলবায়ু, ভূমির টেকসই ব্যবস্থাপনার স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘ মেয়াদি অংশীজন সমন্বয়সমূহকে বিবেচনা করে এ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, যেহেতু ব-দ্বীপ পরিকল্পনা একটি শতবর্ষব্যাপী চলমান মহাকর্মপরিকল্পনা, সেহেতু এটি বাস্তবায়নে ১৪টি ব-দ্বীপ পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থা পর্যায়ে আন্তঃসমন্বয় সাধন একান্ত প্রয়োজন। অধিকন্তু, পানিকেন্দ্রিক, টেকনো-ইকোনমিক এ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ধারা অব্যাহত রাখা ও সামগ্রিক কার্যক্রম সুসংহত করার লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণখাতে যথাযথ সমন্বয়, সংযোগ স্থাপন ও কর্মবন্টন করা আবশ্যক ।

বিশ্বের সর্ববৃহৎ ব-দ্বীপ বাংলাদেশকে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব হতে সুরক্ষা প্রদান, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সম্পদের উন্নয়ন করাসহ অমিত সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী ব-দ্বীপ উন্নয়নে বিদ্যমান সময়োপযোগী প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশগত ভারসাম্য অটুট রেখে ব-দ্বীপ উন্নয়নে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়সমূহের মধ্যে সুষমভাবে বন্টন করা প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন, ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থানগত কারণে দুর্যোগপ্রবণ বাংলাদেশের জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলা করার পাশাপাশি ব-দ্বীপ উন্নয়ন খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা এবং অংশীজনের সমন্বয় একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তবে, সুনির্ধারিত কর্মপরিকল্পনা, আন্তঃসমন্বয়, দাতা সংস্থার সহযোগিতা এবং বিভিন্ন চুক্তির আওতায় প্রাপ্ত 'ঋণ/অনুদানের অর্থ যথাযথ বণ্টন করা হলে প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের জন্য ব-দ্বীপ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সহজতর হবে।

এ কর্মশালার অন্যতম উদ্দেশ্য হল ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় সমূহের কর্মপরিধির সাথে সম্পর্কিত কর্মসূচি/প্রকল্প বাস্তবায়নকালে অর্জিত অভিজ্ঞতা বিনিময়, আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় ও পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলের অভিমত গ্রহণ ।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমুল আহসান। 'বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা: সম্ভাবনা, বাস্তবায়ন ও অংশীজন সমন্বয়' শীর্ষক সেমিনার উপস্থাপনা করেন মালিক ফিদা এ খান, নির্বাহী পরিচালক, সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সি ই জি আই এস)। মুক্ত আলোচনা সঞ্চালনা করেন মল্লিক সাঈদ মাহবুব, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মোঃ শাহিয়ার কাদের ছিদ্দিকী, সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ; ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার, সচিব, অর্থ বিভাগ; ড. ফারহিনা আহমেদ, সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; মুহম্মদ ইব্রাহিম, সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, মোঃ কামরুল হাসান, এনডিসি সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়; ড. মোঃ কাওসার আহমেদ, সদস্য (সচিব), সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, সত্যজিত কর্মকার, সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ পানি উন্নয়ন প্রচেষ্টার অভিমুখীনতা সম্পর্কে মতবিনিময় সভা

মতবিনিময় সভায় পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক, এমপি ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পানি ভবনের মাল্টিপারপাস হলরুমে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উদ্যোগে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ পানি উন্নয়ন প্রচেষ্টার অভিমুখীনতা সম্পর্কে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনার তাৎপর্য এবং তা বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট কর্মধারা সম্পর্কিত এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক, এমপি। সভায় সভাপতিত্ব করেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমুল আহসান ।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক এস,এম, শহিদুল ইসলাম। সভায় মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং জাতিসংঘের সাবেক উন্নয়ন গবেষণা প্রধান ড. নজরুল ইসলাম। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাসকিম এ খান। সভায় অতিথিবৃন্দ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার তাৎপর্য এবং তা বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট কর্মধারার বিভিন্ন দিক তুলে ধরে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাগণের এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। সভায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থাসমূহের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

নতুন অতিরিক্ত মহাপরিচালক পূর্ব রিজিয়ন এর যোগদান

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

মোঃ এনায়েত উল্লাহ

মোঃ এনায়েত উল্লাহ ১৭ জানুয়ারি ২০২৪ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন) পদে যোগদান করেন। বর্তমান পদে যোগদানের পূর্বে তিনি প্রধান প্রকৌশলী (পুর) নকশা ও গবেষণা পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৮৯ সালে তৎকালীন বিআইটি, খুলনা (বর্তমানে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে বি,এসসি ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী অর্জন করেন।
তিনি ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ পানি উনয়ন বোর্ডে সহকারী প্রকৌশলী (পুর) পদে যোগদান করে বিভিন্ন পদে দক্ষতার সহিত দায়িত্ব পালন করেন। চাকুরী জীবনে তিনি নকশা, গবেষণা ও পরিকল্পনা এবং মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরে সাফল্য ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে দীর্ঘ প্রায় ৩১ বছর চাকুরিকালীন সময়ে তিনি দেশে ও বিদেশে (রাশিয়া, ভারত, জার্মানী, নেদারল্যান্ড, জাপান ও ইন্দোনেশিয়া) বিভিন্ন সেমিনার ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন এবং অর্জিত জ্ঞান বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উন্নয়নে সফলভাবে প্রয়োগ করেন। মোঃ এনায়েত উল্লাহ ১৯৬৭ সালে পাবনা জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (IEB) এর একজন ফেলো ।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব এঁর সুনামগঞ্জের হাওর এলাকা পরিদর্শন

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমুল আহসান সুনামগঞ্জের হাওর এলাকা পরিদর্শন করেন

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

২৬ জানুয়ারি ২০২৪ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমুল আহসান সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ, ধর্মপাশা, মধ্যনগর ও সদর উপজেলায় পিআইসি কর্তৃক বাস্তবায়িত ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন।

এ সময় হাওরের কর্মকর্তাগণ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব কে জানান সুনামগঞ্জের হাওরে প্রায় ১ হাজার ৭০০ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ আছে। এবার কাজ হচ্ছে ৫৯১ কিলোমিটারের। যেখানে প্রয়োজন সেখানেই প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। মাঠে জরিপ ও স্থানীয় লোকজনের চাহিদা যাচাই-বাছাই করেই প্রকল্প নেওয়া হয়। আসলে বেশি প্রকল্প নেওয়ার সুযোগ নেই বা নেওয়া হয় না। কাজেই চাপের কিছু নেই। কাজ করতেই হবে।

তাছাড়া হাওরে বাঁধের কাজটি সবসময় গুরুত্ব দিয়ে করা হয়। মাঠপর্যায়ে প্রশাসনের কঠোর তদারকি থাকে। জেলা ও উপজেলা কমিটির পাশাপাশি প্রতিটি এলাকায় আলাদা করে কমিটি করে দেওয়া আছে। এতে প্রশাসন ও পাউবোর কর্মকর্তা ছাড়াও জনপ্রতিনিধি, নাগরিক সমাজের লোকজন, গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা আছেন। তাঁরা প্রতিদিনই কোনো না কোনো হাওরে যাচ্ছেন, কাজ দেখছেন। যেখানে সমস্যা বা ত্রুটি দেখা দেয়, সেখানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তাই কাজে কোনো অবহেলা বা অনিয়মের সুযোগ নেই। এ বছরের কাজ বাস্তবায়িত হলে হাওর অঞ্চলে সাড়ে চার হাজার কোটি টাকার ফসল উৎপাদিত হবে বলে আশা করা যায়।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মনোযোগ সহকারে কর্মকর্তাদের কথা শোনেন। তিনি বলেন, হাওর অঞ্চলের ফসলের সাথে হাওরবাসীর ভাগ্য জড়িত রয়েছে, তাই কর্তব্য ও নিষ্ঠার সাথে দ্রুততার সহিত কাজগুলো সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন। তিনি আরো বলেন ফসল কাটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাঁধের তদারকি অব্যাহত রেখে দুর্যোগকালীন যে কোন ব্যবস্থা দ্রুত মোকাবেলা করতে হবে।

পরিদর্শনের সময় উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সংসদের সুনামগঞ্জ সদর আসনের সংসদ সদস্য ও পিএসসির প্রাক্তন চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ সাদিক,বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন) মোঃ এনায়েত উল্লাহ, সিলেট জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী খুশি মোহন সরকার, সুনামগঞ্জের নির্বাহী প্রকৌশলীবৃন্দ এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

জনসংযোগ পরিদপ্তরে নতুন পরিচালকের যোগদান

মোস্তফা খান

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

মোস্তফা খান ৪ জানুয়ারি ২০২৪ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জনসংযোগ পরিদপ্তরে পরিচালক পদে যোগদান করেন। তিনি ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে সহকারী পরিচালক পদে প্রথম যোগদান করেন। দীর্ঘ চাকরিজীবনে তিনি বোর্ড সচিবালয়, মানব সম্পদ উন্নয়ন-পরিদপ্তর, কর্মচারী পরিদপ্তর, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর এবং সব শেষে উপপরিচালক (প্রশাসন) পদে জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকায় কর্মরত ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও প্রথম শ্রেণীতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ২০১৪ সালে AIT থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত Climate Change শীর্ষক-প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। ব্যক্তি জীবনে তিনি বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে জড়িত থেকে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। মোস্তফা খান চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার দক্ষিণ রাজাপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সেচখাল/অবকাঠামো সম্পাদিত কাজের প্রতিবেদন

মাহফুজ আহমদ
প্রধান, পানি ব্যবস্থাপনা
বাপাউবো, ঢাকা

অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৪ এর আলোকে বাপাউবোর্ড কর্তৃক নিবন্ধিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের নিকট হস্তান্তরিত প্রকল্পের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সংগঠন প্রকল্পের পরিচালন ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সম্পাদন করে আসছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ১৯টি সেচ, নিষ্কাশন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের বিভিন্ন পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন কর্তৃক সংশ্লিষ্ট এলাকার অবকাঠামো পরিচালন ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ (পওর) কাজের মূল্য দৈনিক হাজিরা ভিত্তিতে টাকায় পরিবর্তিত পরিমাণ হচ্ছে ১৪,৮৯,২৫০/- (চৌদ্দ লক্ষ উননব্বই হাজার দুইশ পঞ্চাশ) টাকা।

প্রকল্পওয়ারী বিভিন্ন পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন কর্তৃক সম্পাদিত কাজের বিবরণঃ

সালঃ ২০২২-২৩

ক্রমিক নং	*প্রকল্পের নাম*	*প্রকল্পে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রম*	*সংগঠনের অর্থ/ শ্রমের ভিত্তিতে ব্যায়িত টাকা*
	জিকে সেচ প্রকল্প	খালের ভাঙ্গা মেরামতকরণ, জঙ্গল পরিস্কার ও মেরামত	২,৭৬,৭৫০
	উত্তর রূপগঞ্জ পানি সংরক্ষণ ও সেচ প্রকল্প	সেচ খাল পরিস্কার, গর্ত ভরাট এবং মাঠনালা তৈরী	৫১,৫০০
	নারায়ণগঞ্জ-নরসিংদী সেচ প্রকল্প, ব্লক-এ-১	মাঠনালা ও প্লটনালা তৈরী, পাড় মেরামত, আগাছা পরিস্কার	৭২,৯০০
	উত্তর ময়মনসিংহ গভীর নলকূপ প্রকল্প-১	সেচনালা পরিস্কার, মাটি অপসারণ, কাঁচা ড্রেন তৈরী	৮৫,০০০
	বোকাবিল উপ-প্রকল্প, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ	রেগুলেটর এর সামনের কচুরীপানা পরিস্কার	৫,০০০
	সুক্তাজুড়ী পাইলট প্রকল্প, ভালুকা, ময়মনসিংহ	গেটের ভিতরে কচুরীপানা এবং জঙ্গল পরিস্কার	১৮,০০০
	কংশনদী উপ-প্রকল্প সদর ও পূর্বধলা, নেত্রকোনা	গেটের ভিতরে কচুরীপানা অপসারণ এবং জঙ্গল পরিস্কার	১৯,০০০
	দামপাড়া পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, পূর্বধলা, নেত্রকোনা	বেড়ী বাঁধের ভাঙ্গা স্থানে মাটি ভরাট, কচুরীপানা পরিস্কার	১০,০০০
	খালিয়াজুরী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প, নেত্রকোনা	জঙ্গল পরিষ্কার ও বাঁধের ভাঙ্গা স্থানে বস্তা স্থাপন	৪০,০০০
	ঠাকুরকোনা উপ-প্রকল্প, সদর, নেত্রকোনা	বেড়ী বাঁধের ভাঙ্গা স্থানে মাটির বস্তা বসানো	৫,০০০
	সিংগারবিল উপ-প্রকল্প, বারহাট্টা, নেত্রকোনা	বন্যা নিয়ন্ত্রণ বেড়ী বাঁধের দুর্বল স্থানে মাটি ভরাট	৪,০০০
	উপদাখালী উপ-প্রকল্প, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা	গেটের সামনে অস্থায়ী বাঁধ নির্মাণ, বস্তা দিয়ে ফাঁকা বন্ধ করা	১৭,৫০০
	হাইজদাবাঁধ উপ-প্রকল্প, খালিয়াজুড়ী, নেত্রকোনা	গেটের ফাঁকা বন্ধ, বস্তা বসানো গেটের সামনে মাটির কাজ	১১,০০০
	বালালী পদ্মশ্রী উপ-প্রকল্প. খালিয়াজুড়ী, নেত্রকোনা	বাঁধের দুর্বল স্থানে মাটি ভরাট, মাটির বস্তা বসানো	১৫,৪০০
	সিপিপি, টাঙ্গাইল	মাটির বস্তা বসানো, স্লুইস গেটে গ্রীজ, মবিল দেওয়া	৮০০
	বরিশাল সেচ প্রকল্প	মাঠনালা তৈরী, খালের পলি অপসারণ ও আগাছা পরিস্কার	৩,৮৩,০০০
	ভোলা সেচ প্রকল্প-১ম পর্যায়	মাঠনালা তৈরী, খালের পলি অপসারণ ও আগাছা পরিস্কার	৪,০৬,৪০০
	ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম	মাঠনালা তৈরী, গর্ত ভরাট, খাল পরিস্কার, পলি অপসারণ	৬৩,৫০০
	সিইআইপি-১	মাঠনালা তৈরী	৪,৫০০
		মোট টাকা =	১৪,৮৯,২৫০

কথায় ঃ চৌদ্দ লক্ষ উননব্বই হাজার দুইশ পঞ্চাশ টাকা।

বাপাউবো ক্রিকেট টুর্ণামেন্ট (সিজন-৩) এর পুরষ্কার বিতরণ

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ যাত্রাবাড়ী ওয়াপদা কলোনি মাঠে বাপাউবো ক্রিকেট টুর্ণামেন্ট (সিজন-৩) এর ফাইনাল খেলা ও পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ী দল 'ক্র্যাক প্ল্যাটুন' এর হাতে ট্রফি তুলে দেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী এস,এম,শহিদুল ইসলাম এবং রানার্সআপ দল 'প্ল্যানিং এন্ড ডিজাইন এভেঞ্জার্স' দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) প্রকৌশলী মুহাম্মদ আমিরুল হক ভূঞা। উক্ত টুর্নামেন্টে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাবেক মহাপরিচালক প্রকৌশলী ফজলুর রশিদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) এস,এম, অজিয়র রহমান, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা, নকশা ও গবেষণা) এ,কে,এম তাহমিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা পানি উন্নয়ন সার্কেল-১ এর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী দেওয়ান আইনুল হক। বোর্ডের বিভিন্ন স্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত থেকে মনোজ্ঞ এ খেলা উপভোগ করেন এবং খেলোয়াড়গণকে উৎসাহ যোগান।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক এস, এম, শহিদুল ইসলাম চ্যাম্পিয়ন দলের অধিনায়কের হাতে ট্রফি তুলে দেন

উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় পশ্চিমাঞ্চল জোন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ফরিদপুর

মোঃ শাহজাহান সিরাজ
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, ফরিদপুর

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর জোনটি ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাপাউবোর এই জোনটি মোট ১০ টি জেলা নিয়ে গঠিত যথা: ফরিদপুর, রাজবাড়ী, শরীয়তপুর, গোপালগঞ্জ,মাদারিপুর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, মাগুরা, ঝিনাইদহ। এই অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলোর মধ্যে রয়েছে পদ্মা, গঙ্গা, গড়াই, মধুমতী, ভৈরব, কুমার, আড়িয়াল খাঁ ইত্যাদি। এই অঞ্চলের নদীগুলো শুধুমাত্র ১০টি জেলায় সীমাবদ্ধ নয় বরং পশ্চিমাঞ্চলসহ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চল এর সমগ্র রিভার সিস্টেম এর প্রধান মিঠাপানির সরবরাহকারী। কুষ্টিয়া জেলায় গড়াই নদীতে ড্রেজিং এর মাধ্যমে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চল এর সমগ্র রিভার সিস্টেমে মিঠাপানির সরবরাহ বৃদ্ধির ফলে উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততার পরিমাণ কমাতে ভূমিকা রেখেছে। শুরু থেকেই এই অঞ্চলের কৃষি, মৎস ও পরিবেশগত উন্নয়ন সাধনে পানি উন্নয়ন বোর্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিশেষ করে গঙ্গা-কপোতাক্ষ (জি-কে) সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে গত ছয়দশক এই জোনের অধিক্ষেত্রাধীন কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, মাগুরা, ঝিনাইদহ অঞ্চলে কৃষি ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। বাপাউবোর এই অঞ্চলটির উত্তর ও দক্ষিণ-পূর্ব দিক প্রমত্তা নদী পদ্মা দ্বারা বেষ্টিত হওয়ায় কুষ্টিয়া, রাজবাড়ি, শরীয়তপুর, মাদারিপুর জেলায় প্রতি বছর ব্যাপক নদী ভাঙ্গনের ফলে হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন হয়। বর্তমানে পশ্চিমাঞ্চল জোন, বাপাউবো কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের মাধ্যমে নদী-তীর প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়নের ফলে এ সকল জেলার মানুষ নদী ভাঙ্গনের হাত থেকে অনেকাংশে রক্ষা পেয়েছে। এছাড়াও, এসকল এলাকা পুরোপুরি ভাঙ্গনমুক্ত করতে নতুন ১০ টি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে এবং আরও কিছু প্রকল্প প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। এর মধ্যে, শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলায় নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে এক সময়ের ভাঙ্গন কবলিত নড়িয়া এলাকা এখন পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে যা পর্যটকদের কাছে এখন জয়বাংলা এভিনিউ নামে পরিচিত। হাজার হাজার মানুষ দূরদূরান্ত থেকে প্রতিদিন এসকল এলাকায় ঘুরতে আসে, ফলে এলাকায় আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনেও এই প্রতিরক্ষা কাজ গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখে চলেছে। এছাড়াও, গত ১২ বছরে এই জোনে মোট ৩১ টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে এবং বর্তমানে ১০ টি প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোর সুফল ইতোমধ্যে সাধারণ লোকজন পেতে শুরু করেছে। বাস্তবায়িত প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ৫২.০৬২ কি.মি. বেড়ী বাঁধ , ১৫১টি হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার, ১৪০৬.৩৮৫ কি.মি. খাল খনন/পুনঃখনন, ৩২৭.০১১ কি.মি. নদী খনন/পুনঃখনন ও ৭০.২৩৩ কি.মি. নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য সমাপ্তকৃত বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ :

১। কুষ্টিয়া জেলায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ি সংলগ্ন এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প।
২। কুষ্টিয়া জেলায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ি সংলগ্ন এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা সংরক্ষণের লক্ষ্যে পদ্মা নদী ড্রেজিং প্রকল্প।
৩। কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলাধীন ফিলিপনগর, আবেদের ঘাট ও ইসলামপুর এলাকায় পদ্মা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ প্রকল্প।
৪। গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প।
৫। গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পূনর্বাসন প্রকল্প।
৬। ফরিদপুর শহর রক্ষা প্রকল্প।
৭। চন্দনা-বারাশিয়া নদী খনন প্রকল্প।
৮। মধুমতি নদীর ভাঙ্গন হতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় অবস্থিত কালনা ফেরীঘাট এবং মাদারীপুর শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প।
৯। ফরিদপুর জেলার চরভদ্রাসন উপজেলাধীন পদ্মা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং শীর্ষক প্রকল্প।
১০। কুমার নদ পুনঃখনন প্রকল্প।
১১। গোপালগঞ্জ জেলাধীন মধুমতি নদীর বামতীর বরাবর ফুকরা নামক স্থানে এবং মাদারীপুর বিলরুট চ্যানেলের উভয় তীর বরাবর কলিগ্রাম এবং মানিকদহ নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প।
১২। পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প।
১৩। তারাইল-পাঁচুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প।
১৪। আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙ্গন হতে হাজী শরিয়তউল্লাহ সেতু সংলগ্ন ঢাকা-মাওয়া-ভাংগা-খুলনা জাতীয় মহাসড়ক রক্ষা প্রকল্প।

১৫। রাজৈর-কোটালীপাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প।
১৬। ৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুন:খনন প্রকল্প।
১৭। মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় আড়িয়াল খাঁ নদী তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প।
১৮। মাদারীপুর শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প।
১৯। বহেরাতলা বাজার রক্ষা প্রকল্প।
২০। মোল্লারহাট বাজার রক্ষা প্রকল্প।
২১। উত্তর কালকিনি এফসিডিআই প্রকল্পের বাঁধ পূনরাবৃত্তিকরণ ও খাল পূনঃ খনন প্রকল্প।
২২। রাজবাড়ী শহররক্ষা (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।
২৩। পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বক্সিপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১)।
২৪। রাজবাড়ী শহররক্ষা প্রকল্প।
২৫। শরীয়তপুর জেলার জাজিরা ও নড়িয়া উপজেলায় পদ্মা নদীর ডান তীর রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।

চলমান প্রকল্পের নামসমূহ:

১। শরীয়তপুর জেলার কীর্তিনাশা নদীর ডান ও বাম তীর রক্ষা প্রকল্প।
২। শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলার পদ্মা শাখা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে নওয়াপাড়া এলাকা এবং পদ্মা নদীর বাম তীরের ভাঙ্গন হতে চরআত্রা এলাকা রক্ষা প্রকল্প।
৩। শরীয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন রোধকল্পে নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প।
৪। শরীয়তপুর জেলার জাজিরা উপজেলার পদ্মা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে মাঝিরঘাট জিরো পয়েন্ট এলাকা রক্ষা প্রকল্প।
৫। পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় পর্যায়)।
৬। ফরিদপুর জেলাধীন মধুমতি নদীর বাম তীরের ভাঙ্গন হতে শহীদ বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ স্মৃতি জাদুঘর সংযোগ রাস্তাসহ অন্যান্য এলাকা সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প।
৭। গড়াই নদীর ড্রেজিং ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।
৮। পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলাধীন তালবাড়িয়া এবং কুমারখালী উপজেলাধীন শিলাইদহ ইউনিয়নের কোমরকান্দি এলাকা রক্ষা প্রকল্প।
৯। ভৈরব নদ পুনঃখনন প্রকল্প।
১০। মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় আড়িয়াল খাঁ নদী তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

অত্র জোনের আওতায় ১০টি এডিপিভুক্ত প্রকল্পের কাজ চলমান আছে। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করতে গিয়ে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এর মধ্যে প্রধান সমস্যা হলো ভূমি অধিগ্রহণের সমস্যা। তাছাড়া ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থান ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ভৌত কাজ টেকসই করা কঠিন। শুষ্ক মৌসুমে উজানে পানি প্রবাহ বাঁধাগ্রস্থ হওয়ায় পানির স্তর ক্রমাবনতি ও আকস্মিক বন্যার কারণে বাস্তবায়িত কাজ আংশিক বা সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ফলে মানুষের মধ্যে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হয়। অনেক সময় ড্রেজিংকৃত নদী উজান থেকে নেমে আসা পলি দ্বারা সহজেই ভরাট হয়ে যায়। নদী মাতৃক দেশ হওয়া সত্ত্বেও বর্ষা মৌসুমে পানির আধিক্য এবং শুষ্ক মৌসুমে পানির দুষ্প্রাপ্যতা বাংলাদেশের প্রকৃত বাস্তবতা। আবার প্রকৃতিগতভাবে পদ্মা, গড়াই ও আড়িয়াল খাঁসহ অন্যান্য নদীতে পলি জমার কারণে নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে নদীর পানি ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। ফলে বর্ষা মৌসুমে উজান থেকে অতিরিক্ত পানি প্রবাহের কারণে নদী তীরে ভাঙ্গন এবং তীরবর্তী এলাকায় বন্যা দেখা দেয়। অন্যান্য সেক্টরে সারা বছর কাজ করার সুযোগ থাকলে পানি সম্পদ সেক্টরে অক্টোবর মাসে বন্যার পানি কমার পর হতে শুরু করে নভেম্বর-এপ্রিল মাত্র ৬ (ছয়) মাস সর্বোচ্চ পাওয়া যায় কাজ সম্পাদনের জন্য। এই অতি সীমিত সময়কালের মধ্যে প্রাকৃতিক দূর্যোগ, পাহাড়ী ঢল বিবিধ সমস্যার উত্তরণ করে টেকসই ভৌতকাজ বাস্তবায়ন এ সেক্টরের প্রধান চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

সরকারের রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সাল নাগাদ একটি সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা অর্জন করার রোডম্যাপ সরকার গ্রহণ করেছে। SDG এর ৩টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে লীড, ১টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কো-লীড এবং ২০টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এসোসিয়েট হিসেবে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দায়িত্ব পালন করছে। জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দূর্যোগ সংক্রান্ত ঝুঁকি অর্থনীতির বিভিন্ন খাতসহ জাতীয় পর্যায়ের অভীষ্ঠ ও লক্ষ্য অর্জনে সরকার "বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০" নামে বাংলাদেশের প্রথম শতবর্ষী মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। মহাপরিকল্পনাটির প্রায় ৮০% বাস্তবায়নের গুরু দায়িত্ব পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পিত এবং সে লক্ষ্যে ইতোমধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মাদারীপুর শহর এবং তৎসংলগ্ন এলাকা প্রতিরক্ষা ও পুনর্বাসন প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। প্রস্তাবিত এবং নতুন অনুমোদিত প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের ফলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী ভাঙ্গনরোধকরণ, শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, দুর্যোগ মোকাবেলায় আপদকালীন কার্যক্রমে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অত্র এলাকার প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হবে।

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ নভেম্বরে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিবছর ২১শে ফেব্রুয়ারি বিশ্বব্যাপী পালন করা হয়। এটি শহীদ দিবস হিসেবেও পরিচিত। এ দিনটি বাঙালি জনগণের ভাষা আন্দোলনের মর্মন্তুদ ও গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতি বিজড়িত একটি দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। ১৯৫২ সালে এইদিনে (৮ ফাল্গুন, ১৩৫৮, বৃহস্পতিবার) মাতৃভাষা বাংলাকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ঢাকায় আন্দোলনরত বাঙালি ছাত্রদের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণে অনেক তরুণ ছাত্র শহীদ হন। যাঁদের মধ্যে রফিক, জব্বার, শফিউর, সালাম, বরকত উল্লেখযোগ্য এবং এই কারণে এ দিনটি শহীদ দিবস হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে।

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমুল আহসান এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী এস, এম, শহিদুল ইসলাম এঁর নেতৃত্বে পুষ্পস্তবক অর্পনের মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন করা হয়। এ সময় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (প্রশাসন) আব্দুল লতিফ মোল্লা, দীপান্বিতা সাহা, মাহফুজা আকতার, মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান, প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, নূর আলম, সচিবের একান্ত সচিব মোহাঃ শাজাহান আলি, উপসচিব নাসরিন আলম সাথী, মোহাম্মদ মোবাশশেরুল ইসলাম, প্রশান্ত কুমার দাসসহ মন্ত্রণালয়ের সর্বস্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) ও যুগ্ম সচিব এস,এম, অজিয়র রহমান, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) মুহাম্মদ আমিরুল হক ভূঞা, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা, নকশা ও গবেষণা) এ, কে, এম তাহমিদুল ইসলাম, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন) মোঃ এনায়েত উল্লাহসহ কেন্দ্রীয় অঞ্চলের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আসাদুজ্জামান, প্রধান প্রকৌশলী পানি বিজ্ঞান জীবন কুমার সরকার, যৌথ নদী কমিশনের সদস্য মোহাম্মদ আবুল হোসেন, ঢাকা পানি উন্নয়ন সার্কেল -১ এর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী দেওয়ান আইনুল হক, ঢাকা পানি উন্নয়ন সার্কেল-২ এর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ কহিনুর আলম, জনসংযোগ পরিদপ্তরের পরিচালক মোস্তফা খানসহ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ অন্যান্য সংস্থাসমূহের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও সর্বস্তরের কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

সম্পাদক : মোস্তফা খান, পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
নির্বাহী সম্পাদক : মোস্তফা খান, পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
সহকারী সম্পাদক : বায়েজিদুর রহমান আকন, সহকারী পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
ইমেইল : dir.publicity@gmail.com, ওয়েবসাইট- www.bwdb.gov.bd